দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..13.FEB.1994...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বাংলা ভাষা

এই দিন, দিন নয়, আরো দিন আছে
এই দিনেরে নিয়া তোমরা সেই দিনেরও কাছে....

কিন্তু আমরা তো পারিনি, সেই দিনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে। আজ থেকে ৪২ বছর আগে, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এ দেশের আপামর ছাত্র-জনতা। সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা শহীদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষার মর্যাদা আমরা সমুন্নত রাখতে পারিনি। আজ ১৯৯৪ সালে এসে বাংলা একাডেমীর একুশে উদযাপনের জন্য নির্ধারিত স্লোগান 'শুদ্ধ বানানে বাংলা লিখুন' —সময়ের সাথে ভাষার অমর্যাদাকে স্পষ্ট করে তোলে। অথচ এ কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে, ১৯৫২ সালের সেই মহান ভাষা আন্দোলনের স্মরণীয় উত্তরাধিকার আজকের বাংলাদেশ। ইতিহাসের অর্জিত এই সাফল্যকে আমরা অবমূল্যায়িত করেছি কেবলমাত্র আমাদের অসচেতনতা এবং দেশপ্রেমের অভাবের কারণে।

ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এদেশের প্রতিটি মানুষ বাংলা ভাষাভাষী। বাংলা ভাষার অবস্থান আমাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই ভাষা শেখার প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি। আর পারিনি বলেই আজকের বাস্তবতা এত কঠিন। কিন্তু ভাষা শেখার প্রয়োজন যে আছে- তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। একটি জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ইতিহাস, আচার, ব্যবহার, রীতির সামগ্রিক বিবর্তনের সাথে ভাষার পরিক্রমণ। কাজেই ঐতিহ্য এবং অস্তিত্বের শিকড় অনুসন্ধান, ভাষার যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমে 'বাংলা ভাষা' পাঠ্য। অথচ আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ। এবং এই ব্যর্থতার মূল দায়ভাগ অবশ্যই শিক্ষা ব্যবস্থার। এদেশের শিক্ষা কাঠামো এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা আজ আমাদের জানা। অগ্রগতির প্রয়োজনে এর সংস্কারের মাধ্যমে যুগের উপযোগী করে তোলা যে প্রয়োজন, তাও বহুবার ব্যক্ত। কিন্তু উপনিবেশিক উত্তরাধিকার, এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রকৃত সংস্কারের চেয়ে, বিভিন্ন সময়ে চমৎকার কিছু রাজনৈতিক স্বার্থকেন্দ্রিক তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে কেবল কলুষিতই করা হয়েছে। এরই সাথে সন্নিবেশিত হয়েছে দেশের আমলাতান্ত্রিক

হাফিজুল হক বাবর

পরিচালনা ব্যবস্থা এবং সদিচ্ছার অভাব। ফলে পাঠ্য হয়েও বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীর আগ্রহকে আকর্ষণ করতে পারেনি।

শিক্ষা কার্যক্রমকে সময় এবং যুগের উপযোগী না করে উপস্থাপনার কারণে শিক্ষার্থীর আগ্রহ গড়ে উঠছে না বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য। প্রারম্ভে চিরতার পানির মতো বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষাই হয়ে উঠছে সন্তুষ্টির কারণ। অথচ বাংলা ব্যাকরণ আর রক্তচক্ষু শিক্ষকের বেত যে একাকার হয়ে যাচ্ছে— আমরা তার খবর রাখছি না। বাংলা ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কাজেই শিশু মানস উপযোগী উপস্থাপনার মাধ্যমে একে উপস্থাপিত করা হলে— শিক্ষার্থীর আগ্রহ নিশ্চয়ই বাড়বে। ব্যাকরণের গৎবাধা সংজ্ঞাকে আনন্দময় করে তোলা যায়, সন্ধি বিচ্ছেদ কিংবা এক কথায় প্রকাশ এগুলোকে শিশুদের আনন্দের উপকরণ হিসাবেও তৈরি করা যায় এবং তাতে ওদের আগ্রহ বাড়ে বৈ কমে না। দেশের অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে— সফলও হচ্ছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তাদের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের একটি শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে আজও সচেষ্ট নয়। মোটা মোটা ফাইলের মাঝে অসংখ্য পরিকল্পনা, দম আটকে মারা যাওয়ার অবস্থা আর গোটা

> *শিক্ষা কার্যক্রমকে সময় এবং যুগের উপযোগী না করে উপস্থাপনার কারণে শিক্ষার্থীর আগ্রহ গড়ে উঠছে না বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য। প্রারম্ভে চিরতার পানির মতো বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষাই হয়ে উঠছে সন্তুষ্টির কারণ। অথচ বাংলা ব্যাকরণ আর রক্তচক্ষু শিক্ষকের বেত যে একাকার হয়ে যাচ্ছে— আমরা তার খবর রাখছি না। বাংলা ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কাজেই শিশু মানস উপযোগী উপস্থাপনার মাধ্যমে একে উপস্থাপিত করা হলে— শিক্ষার্থীর আগ্রহ নিশ্চয়ই বাড়বে। ব্যাকরণের গৎবাধা সংজ্ঞাকে আনন্দময় করে তোলা যায়, সন্ধি বিচ্ছেদ কিংবা এক কথায় প্রকাশ এগুলোকে শিশুদের আনন্দের উপকরণ হিসাবেও তৈরি করা যায় এবং তাতে ওদের আগ্রহ বাড়ে বৈ কমে না। দেশের অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে— সফলও হচ্ছে।*

ব্যবস্থা জুড়ে।

বাংলা ভাষার বর্তমান টলায়মান অবস্থানের অন্যতম কারণ— এর ব্যাপক ব্যবহারের অভাব। কর্মক্ষেত্রে এই ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না বলেই এর অবস্থান সঙ্কুচিত হচ্ছে। কেন হচ্ছে? এর কারণও শিক্ষায় গলদ; যা শিখব, তাই তো ব্যবহার করব। কর্মক্ষেত্রের পূর্ববর্তী শিক্ষায়, অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার অবস্থান অত্যন্ত নাজুক। যে কোন বিষয়ে প্রকৃত সম্যক ধারণা লাভের জন্য বাংলা ভাষায় চিন্তাভাবনা করার সুযোগ নিতান্ত সামান্য। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের সমকালীন তত্ত্ব ও তথ্যের বাংলা অনুবাদের মাধ্যমেই কেবলমাত্র শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব এবং ভাষার প্রতিষ্ঠাও এ পথেই আসতে পারে। এ ধরনের অনুবাদ যে হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই কম। কেননা এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ এবং পৃষ্ঠপোষকতা। এবং দুর্ভাগ্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপকদের এ ধরনের কোন সদিচ্ছার তেমন কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, অনুবাদের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে এর মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সময় এবং শিক্ষার্থী ব্যবহার অনুপযোগী অথবা তাদের জন্য কষ্টকর অনুবাদ কখনই উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে না। প্রয়োজনের তাগিদে যেমন সাধুভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষার গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনিভাবে সময়ের দাবিও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। OXYGEN কে আমরা 'অক্সিজেন' হিসাবেই মেনে নিয়েছি, কিন্তু 'অম্লজান' শব্দটি অনেকেরই অজানা। কাজেই এর ব্যবহার সীমিত। এ ধরনের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। ইর্ষধ ওপধভভধতত টধণর্ত-এর অনুবাদ যদি হয় 'চর্মগঠন ঘোটক নিবারক' তবে পালাবার রাস্তা তো খুঁজতে হবেই। এটি অতি সত্য যে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে ভাষার গ্রহণযোগ্যতার প্রতিষ্ঠা ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বাস্তবতার প্রয়োজনে আজ আমরা আবার জোর দিচ্ছি ইংরেজীর উপর। কেন? কারণ কর্মক্ষেত্রে এই ভাষা ব্যবহারের দুর্বলতা আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। বাংলার ক্ষেত্রে আমরা এ ধরনের কোন পদক্ষেপ নেইনি। নেইনি, কারণ এ ভাষার কোন মূল্যায়ন আমরা করি না। প্রকৃত মূল্যায়নের অভাবে, আমরা বাস্তব পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে পারছি না। অথচ নির্মম হলেও সত্য, শুদ্ধভাবে বাংলা ব্যবহারের ক্ষমতা খুব বেশি সংখ্যক শিক্ষিত নাগরিকের নেই। ইংরেজী বলতে গিয়ে বাংলা শব্দ ব্যবহার দুর্বলতার প্রমাণ হলেও বাংলা ভাষার ব্যবহারের মাঝে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার আভিজাত্য বাড়ায়। এটি বড় কঠিন সত্য। আমি ইংরেজীর বিপক্ষে নই। বরং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইংরেজীর যথার্থ ব্যবহার সুনিশ্চিত করে। কিন্তু বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থাকে আসলে শিক্ষা-ব্যবস্থায় বাংলা প্রতিষ্ঠিত করার কোন উদ্যোগ নেই। সবাই বাংলা ভাষা বলতে পারি সুতরাং সবাই এটি শিখছে, এটি ভ্রান্ত ধারণা। শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ভাষা শিক্ষাকে জোরদার করা অত্যন্ত দরকার। কেননা ভাষার কথ্য ব্যবহারের বাইরেও এর একটি নিয়মরীতি রয়েছে, যা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করছে। ভাষা শিক্ষার দুর্বলতা বস্তুত তার স্বকয়িতার বিরুদ্ধে হুমকি স্বরূপ। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিত্বরা এ ব্যাপারটি বোধ হয় উপলব্ধি করতে পারছে না। ভাষা শিক্ষা এবং ব্যবহার যত বাড়বে— এর মূল্যায়নও তত সহজ হবে। কিন্তু শিক্ষা কার্যক্রমে বাংলা ভাষা যেন বানের জলে ভেসে আসা কিছু। এটি মোটেই সমর্থন করা যায় না।

শিক্ষা ব্যবস্থাপক নামের অথর্ব প্রতিষ্ঠান, যারা দায়িত্ব নিয়ে পালন করছে না— তাদেরকে সহ্য করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'সম্ভব— নয় অবাস্তব' -এ জাতীয় মুখভঙ্গি করে তাদের সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের ভিড়ে বাংলা ভাষার আর্তনাদ মনে হয় না কোন প্রভাব ফেলতে পারবে। কারণ ওরা জানে না 'অসম্ভব' ব্যাপারটি নিতান্ত সময়ের ব্যাপার। একসময় কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার ছিল 'অসম্ভব'— অথচ আজ দেখুন! এই অসম্ভবকে সম্ভব যেমন করা গিয়েছে, একটি বিপ্লব সূচিত হয়েছে, তেমন ভাষার ব্যবহার উপযোগিতাও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কাজেই বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার এবং ব্যাপক ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় আসলে নেই। ভাষাকে সমকালীন যোগ্যতা প্রদান, কিংবা একে আকর্ষণীয় শিক্ষার মাধ্যমে পুনর্বাসন করার মতো মেধা এবং ব্যক্তিত্ব এদেশে দুর্লভ নয়। প্রয়োজন কেবল আন্তরিকতা ও সমন্বিত আয়োজনের। সেই আয়োজনের দিনও পেরিয়ে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই যেমন পত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে সজাগ হচ্ছে— তেমনি 'শিক্ষা ব্যবস্থাপক' আপনারাও যদি কেবল শুনবেন— মাস পেরুলে ভুলে যাবেন। তবে তফাৎ কোথায়! আপনি তাহলে দায়িত্ব নিয়েছেন কোন যোগ্যতায়? বইমেলায় ভিড় দেখে প্রতারিত হওয়ার কোন কারণ— বাংলা ভাষার সত্যিই দুর্দিন আজ।